টেলিফোন ঃ ৩৪-১৫৫২

রিপ্রোডাক্সন সিন্ডিকেট

ঝকঝকে ছাপা, পরিষ্কার ব্লক ও সুন্দর ডিজাইন

৭-১, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৬

Regd. No. C. 853

# জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র

প্রতিষ্ঠাতা—স্বর্গীয় শরৎচন্দ্র পণ্ডিত

( দাদাঠাকুর )

মণীন্দ্র সাইকেল ষ্টোরস্

রঘুনাথগঞ্জ

হেড অফিস—**সদরঘাট** * ব্রাঞ্চ—**ফুলতলা**

বাজার অপেক্ষা সুলভে সমস্ত প্রকার সাইকেল, রিক্সা স্পেয়ার পার্টস, বেবী সাইকেল, পেরামবুলেটর প্রভৃতি ক্রয়ের নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান।

★

সুদক্ষ কারিগর দ্বারা যত্নসহকারে সাইকেল মেরামত করিয়া থাকি।

৫৯শ বর্ষ
৩৩শ সংখ্যা

রঘুনাথগঞ্জ, ১২ই পৌষ, বুধবার, ১৩৭৯ সাল।
২৭শে ডিসেম্বর, ১৯৭২

নগদ মূল্য ঃ ১০ পয়সা
বার্ষিক ৪৲, সডাক ৫৲

## অরঙ্গাবাদ-রঘুনাথগঞ্জ যাতায়াতে অসুবিধা আজও দূর হল না

### *নির্দ্দেশ ও স্বীকৃতি ॥ তবুও বাধা কেন?*

অরঙ্গাবাদ শহরটি জঙ্গিপুর মহকুমার অন্যতম স্নায়ুকেন্দ্র। ব্যবসায়, কাজকর্ম, অধ্যয়ন-অধ্যাপনা প্রভৃতি কাজে প্রতিদিন পার্শ্ববর্তী বহু গ্রামের অসংখ্য লোক এখানে যাতায়াত করেন। বহু লোকের যাওয়া-আসা চলে রঘুনাথগঞ্জ-জঙ্গিপুরে ও ধুলিয়ান-ফরাক্কায়। ডি, এন, কলেজের দিবা ও নৈশ বিভাগে ছাত্র-ছাত্রীদের যাতায়াত হয়। যোগাযোগ ব্যবস্থায় বাসের ভূমিকা প্রধান। ৩৪নং জাতীয় সড়ক থেকে প্রায় তিন মাইল হেঁটে অরঙ্গাবাদ যেতে হয়। একমাত্র 'মা-তারা' বাস ছাড়া আর কোন বাস অরঙ্গাবাদ শহরে যায় না। এই দারুণ অসুবিধার পরিপ্রেক্ষিতে গত ২৯শে সেপ্টেম্বর জঙ্গিপুর মহকুমা শাসক ও বাস মালিক সমিতির সভাপতির এক বৈঠক হয়। মহকুমা শাসক ফরাক্কা-রঘুনাথগঞ্জের বাসগুলিকে অরঙ্গাবাদ কলেজের দিবা ও নৈশ বিভাগের ক্লাসের সময় ঐ শহর পর্য্যন্ত যাওয়ার নির্দেশ দেন। বাস মালিক সমিতির সভাপতি শ্রীকমল সাহা তাতে সম্মত হন। প্রকাশ থাকে যে, কলেজের ছাত্রছাত্রীদের বাস-ভাড়া দেওয়ার ব্যাপারে যে বাধা ছিল, উক্ত বৈঠকে তারও সমাধান হয়। কিন্তু আজ পর্যন্ত একমাত্র 'মা-তারা' বাস ছাড়া কোন বাসই অরঙ্গাবাদ শহর পর্যন্ত যাচ্ছে না। এই অসুবিধা দূর করার একান্ত প্রয়োজন।

## শ্রীসীতারামদাস ওঙ্কারনাথ

নামসেবী যোগীপ্রবর শ্রীসীতারামদাস ওঙ্কারনাথ আজ এখানে দর্শন দিয়েছেন। বহু ভক্ত শ্রীবিনতা-কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাড়ীতে তাঁর স্পর্শাশীর্বাদের জন্যে গিয়েছিলেন।

## রাজনীতির ইন্দ্রপতন

সকলের শ্রদ্ধাভাজন, প্রখ্যাত ও প্রজ্ঞাশীল রাজনীতিবিদ, স্বাধীন ভারতের প্রথম ভারতীয় গভর্ণর জেলারেল শ্রীচক্রবর্তী রাজাগোপালাচারী গত ২৫/১২/৭২ তারিখ বিকাল ৫-৪৪ মিঃ পরলোকগমন করেন। তাঁর মৃত্যুতে ভারতীয় রাজনৈতিক আকাশের এক উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক কক্ষচ্যুত হল।

### *॥ যুক্তি ও বুদ্ধিতে যার ব্যাখ্যা নেই ॥*

দিন কয়েক আগে বহরমপুরে শ্রীঅনুত্তম সেনের বাড়ীতে একটি ঘরে সাঁইবাবার ছবি, শ্রীকৃষ্ণের ছবি প্রভৃতি থেকে বিভূতি ও মধু ঝরার দৃশ্য বহু লোক প্রত্যক্ষ করেছেন বলে সংবাদ পাওয়া গিয়েছে। সাঁইবাবার ভক্ত-অনুরাগীদের গৃহে মাঝে মাঝে এই অলৌকিক ব্যাপার ঘটে থাকে বলে শোনা গিয়েছে।

## পাঁচজন ফেরারী আসামী গ্রেপ্তার

সাগরদীঘি—সম্প্রতি সাগরদীঘি পুলিশ বিভিন্ন স্থানে হানা দিয়ে ৫ জন ফেরারী সমাজবিরোধী দুর্বৃত্তকে আটক করে জঙ্গিপুর কোর্টে চালান দেয়। এদের বিরুদ্ধে জুয়া ( ৪১০ ধারা ), ৪২০, চালের ব্যাপক কালোবাজারী, গরু চুরি ইত্যাদির অভিযোগ ছিল। সাবডিভিসন্যাল জুডিসিয়াল ম্যাজিষ্ট্রেটের পক্ষ থেকে এক নির্দ্দেশনামায় জানানো হয়েছিল যে বুধু, ভক্তি মণ্ডল, মুস্তাকিম সেখ এবং অপর দুইজন ফেরারী আসামীকে ধরতে না পারলে তাদের সমস্ত অস্থাবর সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা হবে। ঐ নির্দ্দেশ-নামা পাবার পর পুলিশ তৎপর হয় এবং এদেরকে গ্রেপ্তার করে।

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য, জঙ্গিপুর মহকুমার গ্রামাঞ্চলে ইদানিং গরু চুরির হিড়িক পড়ে গিয়েছে। কিন্তু পুলিশ এ পর্যন্ত একটি গরুও উদ্ধার করতে সক্ষম হয়নি।

### *শিশু স্বাস্থ্য প্রতিযোগিতা*

ধুলিয়ান—আগামী ৩১শে ডিসেম্বর সকাল দশটা নাগাদ ধুলিয়ান মায়া সিনেমা হলে ভারতীয় রেডক্রশ সমিতির বাহাগলপুর ক্যাম্পের পরিচালনায় রেডক্রশ মাস উপলক্ষে বহিরাগত বেতার-শিল্পী সমন্বয়ে বিচিত্রানুষ্ঠান ও শিশু স্বাস্থ্য প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়েছে।

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ।

# জঙ্গিপুর সংবাদ

১২ই পৌষ বুধবার সন ১৩৭৯ সাল।

## ॥ নিষ্ঠুরতা সহ্য হয়, ভণ্ডামি সহ্য হয় না ॥

আসামের মুখ্যমন্ত্রী শ্রীশরৎচন্দ্র সিংহ আসামের অশান্তি দূর করিতে যথেষ্ট করিয়াছেন ও করিয়া চলিতেছেন। তিনি কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে, নিজ দলের কাছে ধোওয়া তুলসীপাতা সাজিয়া আসর জাঁকাইয়া বসিয়াছেন। আসামের ভাষা-দাঙ্গা কার্যত সেখানকার বাঙ্গালীনিধনের এক বিষাক্ত ইতিহাস। আর সেই ইতিহাসের প্রধান ভূমিকায় আছেন শ্রীসিংহ পরিচালিত প্রশাসনিক দপ্তর। শ্রীসিংহ দিল্লী-কলিকাতা করিয়া গিয়াছেন। আসাম হইতে চলিয়া আসা ছাত্রছাত্রীদের প্রতি অনেক আন্তরিকতা ও দরদ তিনি কলিকাতায় দেখাইয়াছেন। তাঁহাদের নিরাপত্তারও প্রতিশ্রুতি তিনি দিয়াছেন বলিয়াই জানি। তাহার পরও কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র দপ্তদের রাষ্ট্রমন্ত্রী শ্রীকে, সি পন্থ সেখানে সরেজমিনে তদন্তের জন্য গিয়াছিলেন কেন? শ্রীপন্থ আসামের বিভিন্ন অঞ্চল ঘুরিয়া গৌহাটিতে গত ১৭ই ডিসেম্বর সাংবাদিকদের যে কথা বলেন, তাহার সারমর্ম এই যে, আসামে অশান্তির আগুন এখনও নিভিয়া যায় নাই।

শ্রীপন্থ অনেক চাপিয়া অনেক কথা বলিয়াছেন। কিন্তু শাকের ভিতর হইতে মাছের গন্ধ পাওয়া গিয়াছে। তিনি আসামের অবস্থাকে 'দৃশ্যত স্বাভাবিক' বলিয়াছেন। তাঁহার মতে আসামে ভয় আছে, ভীতিপ্রদর্শনের ঘটনাও সেখানে এখনও ঘটিতেছে। লোকসভায় ২১ তারিখ শ্রীপন্থ বলেন যে, আসামে সংখ্যালঘুদের মনে এখনও ভয় আছে। এইটুকু হইতেই যে কোন সুস্থচিত্তের ব্যক্তি আসামে প্রকৃতপক্ষে যে ভয়াবহ পরিস্থিতি চলিতেছে, তাহা বুঝিবেন। আরও বুঝিবেন যে, কেন্দ্র ও প্রদেশ—উভয় সরকারই এই ভয়াবহ পরিস্থিতিকে স্বাভাবিক করিতে পারেন নাই। সাক্ষীগোপাল পশ্চিমবঙ্গ সরকার একবার কেন্দ্র, একবার আসাম সরকারের দিকে তাকাইয়া দিন কাটাইতেছেন। আসাম তথা কেন্দ্রীয় সরকার আসামের অস্বাভাবিক অবস্থা দূর করিতে শক্তহাতে আগাইয়া আসিলে সেখানে বাঙ্গালীমেধযজ্ঞ এমনভাবে ঘটিত না।

শ্রীসিংহ রাষ্ট্রমন্ত্রী শ্রীপন্থের প্রশংসাপত্র পাইয়াছেন। মুখ্যমন্ত্রী নাকি দাঙ্গায় ক্ষতিগ্রস্তদের পুনর্বাসনে সাহায্য দিবার ব্যবস্থা করিয়াছেন; কিছু কিছু অফিসারকে সাসপেণ্ড করিয়াছেন। পরিস্থিতি আয়ত্তে আনিতে উপযুক্ত ব্যবস্থা লইয়াছেন; ভাষা-দাঙ্গায় প্রশাসনিক বিচ্যুতির তদন্তের জন্য একটি কমিটি বসাইবার সিদ্ধান্ত লইয়াছেন। কামটির মধ্যে কে কে থাকিবেন আমরা জানি না। তবে ইহা ঠিক যে, শ্রীসিংহ তাঁহার মনঃপূত ব্যক্তিদেরই তাহাতে রাখিবেন যাহাতে তাঁহার সরকারের ব্যর্থতার কাহিনী নেপথ্যেই থাকিয়া যায়। এত সত্ত্বেও শ্রীপন্থ কেন বলিয়াছেন: স্বাভাবিক অবস্থা তাড়াতাড়ি ফিরিয়া আসা দরকার; ছাত্রেরা দেশের যে কোন অংশে পড়াশুনা করিবার অধিকারী? কেনই বা শ্রীবি আর ভগতের সহিত ছাত্রছাত্রীদের আসামে পাঠাইতে হইবে এবং কেন শ্রীভগত সেখানে কিছুদিন থাকিবেন? শ্রীভগত চলিয়া আসার পর অবস্থার কোন বিপর্যয় হইবে না তাহারই বা ঠিক কি?

আসাম সরকারের প্রশাসনিক দপ্তরের কলঙ্কজনক কর্মকাণ্ডের ফলে কেন্দ্রীয় সরকার যে তৎপরতা দেখাইয়াছেন, তাহাতে কেহ আশ্বস্ত হইতে পারেন বলিয়া মনে হয় না। একমাত্র স্তাবকদল ছাড়া সংসদের বহু সদস্য প্রতিবাদমুখর হইয়া উঠিয়াছেন। এই রাজ্যের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র সেন প্রমুখদের আসাম-পদযাত্রায় নিষেধ করিয়া দীর্ঘপত্র প্রধান মন্ত্রী লিখিতে গেলেন কেন তাহাও ভাবিবার কথা। লোকসভায় দাবী উঠিয়াছে, আসামে একটি সংসদীয় দল পাঠান হউক। শ্রীপন্থ মনে করেন যে, ইহা শান্তি ও স্বাভাবিক অবস্থা ফিরিয়া আসার অনুকূল হইবে না। শ্রীপন্থ কি মনে করেন যে, সংসদীয় দল আসামের নারকীয় ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে উভয় সরকারের মুখোশ খুলিয়া দিতে পারেন? তিনি বলিয়াছেন, শান্তি স্থাপনের জন্য সদিচ্ছা থাকা চাই। এই সদিচ্ছার পরিচয় কেন্দ্র ও আসাম সরকার ছাড়া আর কাহারও নাই, এই কি তাঁহার ধারণা?

---

## ॥ দেয়া-নেওয়ার লড়াই ॥

দান শ্রদ্ধার সহিত দেওয়ার বিধি আছে। কেন না 'অশ্রদ্ধয়া অদেয়ম্'। বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে এই দান অহঙ্কারের পরিধি বাড়ায়। যাই হোক, গ্রহীতা দান পাইয়া তুষ্টমনে ফিরিয়া যায়। যাহা পায়, তাহাই সে ভাগ্য বলিয়া মনে করে। কিন্তু ক্ষেত্রবিশেষে গ্রহীতা যে বাঁকিয়া বসিতে পারে, তাহা শুনা যায় নাই। অর্থাৎ কিনা, 'এই দানে হইবে না, আরও চাই।'

ভিক্ষা দেওয়াটা ক্ষুদ্র আকারেরই দান। ভিখারী গ্রহীতা। এই গ্রহীতাই বাঁকিয়া বসিয়াছে। খবরে জানা যায়, বাংলাদেশের এক স্থানে ভিখারীরা মিছিল বাহির করিয়াছিল। তাহাদের দাবি ছিল, দশ পয়সার কমে তাহারা ভিক্ষা লইবে না। অতঃপর দাতাকে সমঝাইয়া ভিক্ষা দিতে হইবে।

—৩য় পৃষ্ঠায় দেখুন

## পুরাতনী

সম্পাদনা : শ্রীমৃগাঙ্কশেখর চক্রবর্ত্তী

### রঘুনাথগঞ্জের বাজার দর

( দিনগুলি মোর কোথায় গেল? )

| | মণের দাম | সেরের দাম |
|---|---|---|
| সর্ষপ তৈল | ১২৸০ | ।৶০ |
| ঘৃত | ৪৩৲ | ১৶০ |
| কলাই | ৩॥০ | /১০ |
| বুট | ৩॥৶০ | /১০ |
| আটা | ৬॥০ | ৵০ |
| স্থপারি | ৯৲ | ।/০ |
| হরিদ্রা | ৬॥০ | ৵০ |
| আলু | ৩॥০ | /১৫ |
| গুড় চাকী | ৬॥০ | ৵০ |
| চিনি | ১৩৲ | ।৶০ |
| মিছরি | ১৬৲ | ।৵০ |
| কেরোসিন টিন | ২১/০ | পাইট ৵১০ |
| চাউল | ৪৸০ | /১৫ |
| গম | ৪॥৶০ | /১৫ |
| নারিকেল তেল | ২৩৲ | ॥৶০ |

উল্লিখিত বাজার দর দোকানদার শ্রীহরশ্যামল হরগোবিন্দরামের নিকট হইতে প্রাপ্ত।

—জঙ্গিপুর সংবাদ, ৮ই আষাঢ়, ১৩২২
২৩শে জুন, ১৯১৫

## ॥ চিঠি-পত্র ॥

( মতামতের জন্য সম্পাদক দায়ী নহেন )

### জঙ্গিপুর কলেজের সংবাদের ভিত্তিতে

সাপ্তাহিক জঙ্গিপুর সংবাদপত্রে "এ ত বড় রঙ্গ" নামীয় জঙ্গিপুর কলেজ সম্বন্ধে তিনটি তথ্য প্রকাশক সংবাদ, জঙ্গিপুর কলেজ কর্তৃপক্ষের খামখেয়ালের মাশুল দিচ্ছে কারা এবং জঙ্গিপুর কলেজের অধ্যক্ষ মহাশয় কর্তৃক স্থানীয় সাংবাদিক সম্মেলন মাধ্যমে জঙ্গিপুর কলেজ পরিচালনার আভ্যন্তরীণ কতকগুলি তথ্য প্রকাশ হইয়াছে। যতটুকু সংবাদ পরিবেশন করা হইয়াছে তাহাতে কলিজিয়েট শিক্ষার সার্বিক উন্নতির কোথায় কতটুকু প্রয়োজন আজিও অসম্পূর্ণ রহিয়াছে, তাহার উপরই আলোকপাত করা হইয়াছে। গত ১৫।১০।৭২ তারিখের অমৃতবাজার পত্রিকায় প্রকাশিত জঙ্গিপুর কলেজের অধ্যাপক নিয়োগ সংক্রান্ত বিজ্ঞাপন অনুযায়ী ৩।১২।৭২ তারিখে অনুষ্ঠিত শিক্ষক নিয়োগ সংক্রান্ত ইন্টারভিউ সংঘটিত না হওয়ার বিষয়টি রহস্যজনক বলিয়া কোন কোন মহলে ধারণা হওয়া অস্বাভাবিক নয়। কয়েকটি বিষয়ে ২ জনের পরিবর্তে ১ জন করিয়া শিক্ষক নিয়োগ এবং অন্য বিষয়গুলির শিক্ষক নিয়োগে নীরবতার কি কারণ তাহা জানার জন্য জনসাধারণ বিশেষ উৎসুক হইয়া উঠিয়াছেন। কলেজের অধ্যক্ষ মহাশয় এই বিষয়ে তাঁহার বক্তব্য পত্রিকায় প্রকাশ করিয়া অবশ্যই তাঁহার কর্তব্য পালন করিবেন বলিয়া সকলেই আশা পোষণ করেন। জঙ্গিপুরে কলেজীয় শিক্ষার পূর্ণাঙ্গ আয়োজন আমাদের কলেজে গড়িয়া উঠুক তাহা এই এলাকার সমস্ত লোকেরই কাম্য। এ পর্য্যন্ত কমার্স শিক্ষা সম্বন্ধে কোন ব্যবস্থা গড়িয়া না উঠায় স্থানীয় ছেলেদের কমার্সে উচ্চতর শিক্ষাগ্রহণ ব্যাহত হইতেছে তাহাতে কোনই সন্দেহ নাই। প্রাতঃকালীন কলেজে সংস্কৃত ও অর্থশাস্ত্র পড়ানোর কোন প্রকার ব্যবস্থা এ পর্যান্ত চালু না হওয়া অবশ্যই লজ্জাজনক। প্রাতঃকালীন কলেজে যে সমস্ত ছেলে পড়াশুনা করিতে চাহে তাহারা এই সব বিষয়ের পঠন ব্যবস্থা না থাকায় নিশ্চয়ই অসুবিধার সম্মুখীন হইয়াছে এবং তাহাদের এই সব অসুবিধার আশু প্রতিকার একান্ত দরকার। আশা করি, বর্তমান সুযোগ্য অধ্যক্ষ মহাশয় সকল প্রধান প্রধান বিষয়ে উচ্চ শিক্ষালাভের ব্যবস্থা কলেজে রাখিয়া জনসাধারণের ইচ্ছাকে মূল্য দিবেন। এই প্রসঙ্গে কলেজের অধ্যক্ষ মহাশয় স্থানীয় সংবাদ পত্রিকাগুলির সম্পাদক মহোদয়গণের ও সংবাদ দাতাগণের যে সম্মেলন আহ্বান করেন, সে সম্মেলনে আলোচনার বিষয় লক্ষ্য করিয়া দুঃখিত হইলাম। যে সব সংবাদ প্রকাশ হইয়াছে তাহা কলেজের ও স্থানীয় অধিবাসীদের স্বার্থের পরিপন্থী বলিয়া মনে করিয়া অধ্যক্ষ মহাশয় স্থানীয় স্বার্থ সম্বন্ধে ঔদাসীন্য প্রকাশ করিয়াছেন বলিয়াই মনে হয়। তবে এ কথা অবশ্যই স্বীকার্য যে কলেজের পরিচালনার ত্রুটি-বিচ্যুতি "এ ত বড় রঙ্গ" নামে প্রকাশ করা ঠিক হয় নাই। আমাদের ছেলেদের শিক্ষার পূর্ণাঙ্গ আয়োজনে যে সব ত্রুটি-বিচ্যুতি ঘটিয়াছে তাহাই এই সংবাদ-পত্রে প্রতিফলিত হইয়াছে। এই বিষয়ে অধ্যক্ষ মহাশয় নিজের বক্তব্য সংবাদ-পত্রে প্রকাশ করিয়া প্রমাণ করুন যে তিনি সার্বিক উন্নতির জন্য সব কিছুই করিয়াছেন ও করিতেছেন। তাঁহার সঙ্গে পরামর্শ করিয়া কলেজ সংক্রান্ত সংবাদ পত্রিকায় প্রকাশ করার অনুরোধ হাস্যকর। এই প্রসঙ্গে স্থানীয় সাংবাদিক সম্মেলনে সম্পাদক ও সংবাদদাতা মহাশয়দের বলিষ্ঠ উক্তি অবশ্যই প্রশংসার দাবী রাখে।

২৫।১২।৭২ স্বাঃ শ্রীশরদিন্দুভূষণ পাণ্ডে,
প্রধান শিক্ষক : গোরাবাজার আই, সি, ইনষ্টিটিউশন,
সম্পাদক : রঘুনাথগঞ্জ উ. মা. বহুমুখী বিদ্যালয়,
প্রাক্তন সদস্য : জঙ্গিপুর কলেজ গভর্নিং বডি।

### কমার্সের দাবীতে

আপনার সংবাদপত্রে বর্ত্তমান মাসের ১৩ তারিখে জঙ্গিপুর কলেজে বি, কম খোলার ব্যাপারে যে সংবাদ বাহির হইয়াছে তাহাতে আমরা বড়ই আনন্দিত ও উপকৃত হইয়াছি। আমরা জঙ্গিপুর স্কুলের কমার্স বিভাগের কয়েকটি ছাত্রের অভিভাবক। আগামী বৎসর হইতে স্থানীয় কলেজে বি, কম খোলার ব্যবস্থা হইলে আমরা এবং স্থানীয় অধিবাসীরা বিশেষভাবে উপকৃত হইব। ইতি—

তাং ২৬।১২।৭২ স্বাঃ সুশান্ত সিংহ, নির্মলকুমার জৈন, জগন্নাথ সাহা, শচীনকুমার প্রামাণিক, বটকৃষ্ণ দাস, অমিয়কান্তি দে।

সম্পাদকীয়—দেয়া-নেওয়ার লড়াই
২য় পৃষ্ঠার পর

ভিখারীদের দোষ দেওয়া যায় কি? দ্রব্যমূল্য অগ্নিমূল্য, স্পর্শে জ্বালা আছে। এই অগ্নি নির্বাপিত করিতে কাগজীমুদ্রার রীতিমত কৌলীন্য থাকা দরকার। সেক্ষেত্রে ভিখারীরা এক পয়সা-দুই পয়সা লইয়া কী করিবে? সামান্য মুদিও এক পয়সায় মিলিবে না। সুতরাং তাহারা মিছিল মাধ্যমে সোচ্চার না হইলে এককভাবে তাহাদের কথা কে শুনিবে?

তবে এই সঙ্গে অপর ব্যবস্থা থাকাও দরকার। যিনি ভিক্ষা দিবেন, তাঁহাকেও আইন মোতাবেক কাজ করিতে হইবে। অর্থাৎ দশ পয়সা অন্ততঃ ভিক্ষা দিতে হইবে। ইহা না হইলে ভিখারীরা ভিক্ষাই পাইবে না।

ভাবনা আমাদেরও। বাংলাদেশের ঢেউ এখানে লাগিতে কতক্ষণ।

---

### আত্মহত্যা না খুন?

সাগরদীঘি, ২১শে ডিসেম্বর—এই থানার চামুণ্ডা গ্রামে হরলাল মণ্ডল নামে ১২ বৎসরের এক কিশোর গত ৩০শে নভেম্বর গলায় দড়ি দিয়ে আত্মহত্যা করে। কিন্তু ময়না তদন্তকালে জঙ্গিপুর সদর হাসপাতালের চিকিৎসক ডাঃ ঘোষ ঐ কিশোরের মৃত্যুকে সন্দেহজনক বলে মনে করেন এবং বিশেষ-ভাবে পরীক্ষা করার জন্য পাকস্থলী এবং শরীরের কয়েকটি বিশেষ অংশ কেটে রেখে দেন। এ সংবাদ পুলিশীসূত্রে পাওয়া গিয়েছে। ( বিলম্বে প্রাপ্ত )

---

### ট্রাকের উপর হতে পড়ে গিয়ে দুই জনের মৃত্যু

রঘুনাথগঞ্জ, ১৯শে ডিসেম্বর—গত ১৮ই ডিসেম্বর আহিরণের নিকট ৩৪নং জাতীয় সড়কের উপর চলন্ত ট্রাকের উপর হতে পড়ে গিয়ে দুই জন কুলী গুরুতরভাবে আহত হয়। তাদের আশংকাজনক অবস্থায় জঙ্গিপুর সদর হাসপাতালে আনা হয় সেখানে কিছুক্ষণের মধ্যে একজন মারা যায়া অপর জনকে বহরমপুর হাসপাতালে পাঠান হয়। সেখানে সেও মারা যায় বলে প্রকাশ।

# নোটিশ

## মুর্শিদাবাদ কো-অপারেটিভ ল্যাণ্ড মর্গেজ ব্যাঙ্ক লিমিটেড, বহরমপুর।

এতদ্দ্বারা সকল স্বার্থসংশ্লিষ্ট ব্যক্তিগণকে নোটিশ দেওয়া যাইতেছে যে নিম্নে উল্লিখিত ব্যক্তিগণ মুর্শিদাবাদ জেলায় অবস্থিত নিম্ন তপশীল বর্ণিত জমি মুর্শিদাবাদ কো-অপারেটিভ্‌ ল্যাণ্ড মর্গেজ ব্যাঙ্কে বন্ধক দিয়া দীর্ঘমেয়াদী ঋণের জন্য দরখাস্ত করিয়াছেন। এই বিষয়ে যদি কাহারও কোন আপত্তি থাকে তবে ৩০।১২।৭২ তারিখের মধ্যে যে কোন দিন অফিস কার্য্যকালে নিম্নস্বাক্ষরকারীর সহিত উপরে উল্লিখিত অফিসে সাক্ষাৎ করিয়া তাঁহাদের আপত্তির বিষয় অবগত করাইবেন।

যে সকল জমি বন্ধক দেওয়ার প্রস্তাব হইয়াছে তাহার বিবরণ :—

| দরখাস্তকারীর নাম ও ঠিকানা এবং প্রার্থিত কর্জ্জের পরিমাণ | থানা | পরগণা | তৌজি নং | রেঃ সাঃ নং | জে, এল নং | মৌজা | খতিয়ান নং (হাল) | সম্পূর্ণ দাগ নং সমূহ (হাল) | পরিমাণ এঃ শতক | দেয় খাজনা | খতিয়ানে উল্লিখিত মালিকের নাম |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (ক) শ্রীপঞ্চানন রায় গ্রাম—পাশলা থানা—নবগ্রাম জেলা—মুর্শিদাবাদ প্রার্থিত কর্জ্জের পরিমাণ ৩০০০৲ টাকা। | নবগ্রাম | গয়েশাবাদ | ১৬০ | ৭৯ | ১২ | পাশলা | ৯০২ | ৩০০৮ | ০·৪৫ | ১০·০০ টাকা | পঞ্চানন রায় |
| | ” | ” | ” | ” | ” | ” | ১১৩৮ | ৩০০১ ৩০০৭ | ২·৯৭ | সামিল ৯০২ নং খতিয়ান | ” |
| (খ) শ্রীরামগোপাল চট্টোপাধ্যায় গ্রাম—পাশলা থানা—নবগ্রাম জেলা—মুর্শিদাবাদ প্রার্থিত কর্জ্জের পরিমাণ ২০০০৲ টাকা। | নবগ্রাম | বিহরোল | ২৭৪ | ৭৯ | ১২ | পাশলা | ৫৯৪ | ৩৭৩, ৩৩৭, ১০৩২, ১৫০১, ১৫৩৮, ১৫৪৭, ৪৪৪, ১৫৮৫, ২৮০৮, ২৮২৯, ৩২৭২, ৩২৮৮, ৩২৯৩, ৩৪০৬, ২৮৩৭, ২২৯৩, ২৩২২ | ২·৫২ | ১০·৫০ | রামগোপাল চট্টোপাধ্যায় |
| | ” | ” | ৮৯০ | ৭৭ | ১১ | জয়কৃষ্ণবাটী | ২৪৫ | ২৮৮, ২৮৯ | ১·২৭ | ৫·০০ | ” |
| (গ) শ্রীমহাদেব ঘোষ গ্রাম—এনাতলীবাগ-জিয়াগঞ্জ থানা—জিয়াগঞ্জ জেলা—মুর্শিদাবাদ প্রার্থিত কর্জ্জের পরিমাণ ৫০০০৲ টাকা। | জিয়াগঞ্জ | রুকুনপুর | ২৭২১ | ১০ | ১২ | নওদা | ৯৭ | ৪৬, ৪২, ৪৩ | ১১·৪৭ | ৩০·০০ | মহাদেব ঘোষ |
| (ঘ) শ্রীশ্রীনন্দন ঘোষ গ্রাম—এনাতলীবাগ-জিয়াগঞ্জ থানা—জিয়াগঞ্জ জেলা—মুর্শিদাবাদ প্রার্থিত কর্জ্জের পরিমাণ ৫০০০৲ টাকা। | মুর্শিদাবাদ | আসাদনগর | ২৩৪বি।১ | ১০ | ১২ | নওদা | ৩ | ৭৩ | ৪·১৮ | ১৫·২৫ | শ্রীনন্দন ঘোষ |
| (ঙ) আবদুল সোভান সেখ গ্রাম—খোসবাগ থানা—মুর্শিদাবাদ প্রার্থিত কর্জ্জের পরিমাণ ৪৯০০৲ টাকা। | বহরমপুর টাউন | | ২০০ | | ৯ | নওদা | ৩২৯ | ৩১৮ | ১·৩৯ | ৫·৭৫ | আবদুল সোভান সেখ |
| | মুর্শিদাবাদ | চুনাখালী | ১০১-১০৩ | ২৪৪ | ১১ | দিয়ার-চৈতনপুর | ২৭০ | ২৮০/৬০৬ | ০·৩৬ | ১·১২ | আবদুস সোভান সেখ |
| | ” | ” | ” | ” | ” | ” | ২৭১ | ২৮০/৬০৮ | ০·২০ | ০·৬২ | আবদুস সোভান সেখ |
| | ” | মহালন্দী | ৭৭ | ২৪১ | ১৪ | বেলুন | ২৬০ | ৫৬৯৮ | ০·৮১ | ২·০৬ | আবদুল ছোবান সেখ |
| | ” | চুনাখালী | ১০১-১০৩ | ২৪৪ | ১১ | দিয়ার-চৈতনপুর | ৩২৩ | ৩১৬/৪৮৪ | ০·৬০ | ৩·৬৩ | ” |
| | ” | আজিমনগর | ৫৫৯ | ” | ” | ” | ১২২ | ১২১, ১৬৭ | ০·৭১ | ২·২৫ | ” |
| | ” | মহালন্দী | ২৯০, ৭৭ | ২৪১ | ১৪ | বেলুন | ৬৯৭ | ৫৬৭৬ | ০·৩৪ | ১·৭২ | ” |
| | ” | চুনাখালী | ৩১১০ | ২৪৩ | ১১ | দিয়ার-চৈতনপুর | ১৬৬ | ৩১২, ৪১২/৪৬২ | ০·৮৬ | ৪·৩১ | ” |
| (চ) ১। আসের আলি ২। আবদুল মজিদ গ্রাম—তেঁতুলিয়া থানা—কান্দী জেলা—মুর্শিদাবাদ প্রার্থিত কর্জ্জের পরিমাণ ৫০০০৲ টাকা। | বড়ঞা | | ৩৫৪, ৩৫৬, ৪৯৩, ৭৮৮ | ৫৪ | ২৫ | তেতুলিয়া | ৫১৭ | ৮২৫, ১৪৯৮, ১৬৫৩, ১৭৩৯, ১৭৫৬, ১৭৫৯, ১৮১১, ৮২৫/২০৮৩, ১০১৩ | ৫·০১ | ১৭·৫৪ | ” |

( ৫ম পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য )

যে সকল জমি বন্ধক দেওয়ার প্রস্তাব হইয়াছে তাহার বিবরণ :—

| দরখাস্তকারীর নাম ও ঠিকানা এবং প্রার্থিত কর্জ্জের পরিমাণ | থানা | পরগণা | তৌজি নং | রেঃ সাঃ নং | জে, এল নং | মৌজা | খতিয়ান নং (হাল) | সম্পূর্ণ দাগ নং সমূহ (হাল) | পরিমাণ এঃ শতক | দেয় খাজনা | খতিয়ানে উল্লিখিত মালিকের নাম |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (ছ) জুল্লুর রহমান সেখ | বহরমপুর টাউন | মহালন্দী | ৩৬২ | ৭০ | ১৯ | মোক্তারপুর | ৬৪৬ | ৭৩, ৭৪ | ৭৮ | ১·৩৪ | জুল্লুর রহমান সেখ |
| গ্রাম—উদয়চাঁদপুর | ” | ” | ” | ” | ” | ” | ৩৫১ | ২১, ৭৬৫, ৭৬৯, ৭৭০, ৭৭২ | ১·৭৪ | ৪·৪৩ | ” |
| থানা—কান্দী | | | | | | | | | | | |
| জেলা—মুর্শিদাবাদ | কান্দী | ” | ৭৩৬ | ৬১ | ৩১ | উদয়চাঁদপুর | ৭৬৬ | ৩২৩ | ০·৫৪ | | |
| প্রার্থিত কর্জ্জের পরিমাণ | ” | ” | ২৭৯ | | | ” | ৮৮৬ | ৪৫৬, ৪৭২, ৪৫৮, ২১২০, ২০৯৯ | ০·৩৩ | ০·৬৯ | ” |
| ৫০০০৲ টাকা। | ” | ” | ” | ৯১ | ৩১ | ” | ৩৬২ | ২০৯২ | ০·১১ | ০·৫৬ | ” |
| | ” | ” | ” | ” | ” | ” | ২৪৭ | ৩৪৯, ৩৮৭ | ১·০১ | ২·৬০ | ” |
| | নবগ্রাম | ” | ৫৫২, ৫৫৩, ৩৯৪ ৩৫৩, ৪২৩ | | | | | | | | |
| | | | ৫২৩, ৭৩৬ | ১৭৯ | ১১৭ | বিলতেলকর | ১৭৬ | ৪৪৩ | ০·৭৯ | ২·৪০ | ” |
| (জ) ১। দুকড়ি সেখ | কান্দী | ফতেসিং | ৬১ | ১০১ | ৪৩ | চাঁদনগর | ৬০/১ | ৯৫৪, ৯৫৫ | ১·৫২ | ৯·১৯ | ১। দুকড়ি সেখ |
| ২। জমাদার সেখ | | | | | | | | | | | ২। আসরেতন বিবি |
| ৩। আসরেতন বিবি | ” | ” | ২২৮বি১ | ১১৬ | ৫২ | গোবিন্দপুর | ৪১৩ | ৪৯৮, ৫০১, ৫৫৭, ৯৮৬, ৯৮৮ | ০·৭৬ | ১·৮০ | ” |
| স্বামী—জমাদার সেখ | | | | | | | | | | | |
| গ্রাম—গোবিন্দপুর | ” | ” | ২৫৩, ২৫৪ | ১১৭ | ৫১ | হরিনগর | ২১৪ | ৫৩৩ ৬৪৯ | ০·১৭ | ১·০০ | দুকড়ি সেখ |
| থানা—কান্দী | ” | ” | ২৫৪ | ১১৬ | ৫২ | গোবিন্দপুর | ২৪০ | ৪৪৩, ৬০৮, ৬১২, ৬১৫, ১০৬৪, ১০৬৬, ১০৬৮, ১০৭১, ১০৭৪ | ১·৯৭ | ৪·৮০ | দুকড়ি সেখ ছবিরণ বিবি |
| জেলা—মুর্শিদাবাদ | | | | | | | | | | | |
| প্রার্থিত কর্জ্জের পরিমাণ | | | | | | | | | | | |
| ৫০০০৲ টাকা। | ” | ” | ” | ” | ” | ” | ২৩৯ | ১০৭৫ | ০·৭৩ | ১·০৫ | জমাদার সেখ |
| (ঝ) ১। মন্মথনাথ মণ্ডল | কান্দী | গোয়াস | ৫২৩ | ৬২ | ২৭ | ভাটপাড়া | ৩৪৮ | ৬৯৪, ৮৮৪, ৮৯০, ৮৯৬, ১৬১৮, ১৬৩৭ | ১·৩৩ | ৬·৩৪ | মন্মথনাথ মণ্ডল ওরফে মনসারাম মণ্ডল |
| ওরফে মনসারাম মণ্ডল | | | | | | | | | | | |
| গ্রাম—ভাটপাড়া | | | | | | | | | | | |
| থানা—কান্দী | ” | বিহরোল | ১৩৫৬ | ৬২ | ২৭ | ” | ৫৬৫ | ৪৪৫, ৪৪৭, ৬১১, ৬২৪, ৮৫৯, ১৪২৫, ৬১২ | ১·৬৫ | ৫·৭৩ | ” |
| জেলা—মুর্শিদাবাদ | | | | | | | | | | | |
| প্রার্থিত কর্জ্জের পরিমাণ | | | | | | | | | | | |
| ৫০০০৲ টাকা। | ” | | ৫২৩ | | | ” | ৬২৯ | ৪৫৭, ৪৭০, ৫৩৮, ৫৪১, ৫৭৩, ৫৭৫, ৬২৩, ৭০৮, ৯২২, ৯২৪, ৯২৮, ৯৩৬, ১২০১, ১৪৬০, ১৪৭৯ | ৩·১৭ | ১৭·২৫ | ” |
| (ঞ) ১। শ্রীজিতেন্দ্রকুমার ঘোষ | | | | | | | | | | | |
| গ্রাম—বাগোর | নবগ্রাম | খড়গ্রাম | ২১৪, ৫৬, ৫৭ | ৭৮ | ৮২ | নন্দীগ্রাম | ৪২১ | ২০১৪ | ৫·৪২ | ৪·৬৫ | জিতেন্দ্রকুমার ঘোষ |
| ২। শ্রীমোহিতকুমার মণ্ডল | | | | | | | | | | | |
| ৩। শ্রীবিশ্বনাথ মণ্ডল | | | | | | | | | | | |
| ৪। শ্রীবাঁকারায় মণ্ডল | | | | | | | | | | | |
| গ্রাম—ভাটরা থানা—নবগ্রাম | | | | | | | | | | | |
| জেলা—মুর্শিদাবাদ প্রার্থিত কর্জ্জের | | | | | | | | | | | |
| পরিমাণ ৫০০০৲ টাকা। | | | | | | | | | | | |
| (ট) ১। কালু সেখ | কান্দী | ফতেসিং | ২৫৪ | ১১৯ | ৪১ | হিজল | ৩৯৩২ | ৮৫৩৩ ৮৫৩৪ | ১·৮০ | ১৪·৫৬ | কালু সেখ ছবিরণ বিবি |
| ২। ছবিরণ বিবি | | | | | | | | | | | |
| স্বামী—খোয়াজী সেখ | | | | | | | | | | | |
| গ্রাম—গোবিন্দপুর থানা—কান্দী | | | | | | | | | | | |
| জেলা—মুর্শিদাবাদ প্রার্থিত কর্জ্জের | | | | | | | | | | | |
| পরিমাণ ১৮০০৲ টাকা। | | | | | | | | | | | |

৬ষ্ঠ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য

( ৫ম পৃষ্ঠার শেষাংশ )

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (ঠ) ১। আবদুল বারী সেখ<br>২। আবদুল মান্নান সেখ<br>৩। সোহরাব সেখ<br>৪। হাজী জহুরুদ্দীন<br>গ্রাম—কুমারখণ্ড<br>থানা—কান্দী<br>জেলা—মুশিদাবাদ<br>প্রার্থিত কর্জ্জের পরিমাণ<br>৭০০০৲ টাকা। | কান্দী<br>" | রুকুনপুর<br>" | ৩৯০<br>" | ২৫<br>" | ৮<br>" | কুমারখণ্ড<br>" | ৩৯৭/১<br>৪০০ | ৬৬, ২২২, ৪০৪, ৪৬১, ৫৫২, ৫৬০, ৫৬৬, ৫৬৮, ৫৯৮, ১১২৮, ১১২৯, ১১৪৫, ১২৫৩, $\frac{১২৫৩}{৮০২১}$ ১৯০, ২০৩, ২২৬, ২২৮, ৩৭৫, ১১৩০, ১১৩১, ১১৪৪, ১২৫১, ৫৩৮, ৫৪৪, ৫৪৬, $\frac{৫৬৬}{১০৪৬}$, ৫৬০, ৫৯৮, ৬৫২, ৫৫০ | ৩.৯৬ | ১৪৪৮ | আবদুল বারী<br>আবদুল মান্নান<br>হাজী জহুরুদ্দীন<br>" |

তাং ১৮-১২-৭২ মুর্শিদাবাদ কো-অপারেটিভ ল্যাণ্ড মর্গেজ ব্যাঙ্কের ম্যানেজিং কমিটির পক্ষে **N. Banerjee,** ম্যানেজার

## হেরেও জেতা যায়

ইংলণ্ড দল ভারতের বিরুদ্ধে প্রথম টেষ্টে জয়ী হয়েছে। ইংলণ্ড দলের অধিনায়ক টনি লুইস প্রথম টেষ্টে বিজয়গৌরব পেলেন। ভারতের অধিনায়ক স্বদেশের মাঠে প্রথম টেষ্টে এই প্রথম হারলেন। বাকি চারটে টেষ্ট থেকে জয়-লক্ষ্মী কার দিকে ঝুঁকবেন এখনই বলা শক্ত। তবে ওয়াড়েকর চাইবেন শোধ তুলতে আর টনি চাইবেন গৌরব অক্ষুণ্ণ রাখতে।


## রান্নায় আনন্দ

এই কেরোসিন কুকারটির অভিনবত্ব রন্ধনের ভীতি দূর করে রন্ধন-প্রীতি এনে দিয়েছে।

রান্নার সময়েও আপনি বিশ্রামের সুযোগ পাবেন। কয়লা ভেঙে উনুন ধরাবার

পরিশ্রম নেই, অস্বাস্থ্যকর ধোঁয়া না থাকায় ঘরে ঘরে ঝুলও জমবে না।

জটিলতাহীন এই কুকারটির সহজ ব্যবহার প্রণালী আপনাকে তৃপ্তি দেবে।

• ধুলো, ধোঁয়া বা ঝঞ্ঝাটহীন।
• স্বল্পমূল্য ও সম্পূর্ণ নিরাপদ।
• যে কোনো অংশ সহজলভ্য।

## খাস জনতা

কেরোসিন কুকার


রঘুনাথগঞ্জ পণ্ডিত-প্রেসে—শ্রীবিনয়কুমার পণ্ডিত কর্ত্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।


## খোকার জন্মের পর..

আমার শরীর একেবারে ভেঙ্গে প'ড়ল। একদিন ঘুম থেকে উঠে দেখলাম সারা বালিশ ভর্তি চুল। তাড়াতাড়ি ডাক্তার বাবুকে ডাকলাম। ডাক্তার বাবু আশ্বাস দিয়ে বল্লেন—"শারীরিক দুর্বলতার জন্য চুল ওঠে।" কিছুদিনের যত্নে যখন সেরে উঠলাম, দেখলাম চুল ওঠা বন্ধ হয়েছে। দিদিমা বল্লেন—"ঘাবড়াসনা, চুলের যত্ন নে,



দু'দিনেই দেখবি সুন্দর চুল গজিয়েছে।" রোজ দু'বার ক'রে চুল আঁচড়ানো আর নিয়মিত স্নানের আগে জবাকুসুম তেল মালিশ সুরু ক'রলাম। দু'দিনেই আমার চুলের সৌন্দর্য ফিরে এল'।

## জবাকুসুম

কেশ তৈল

সি. কে. সেন এণ্ড কোং প্রাঃ লিঃ
জবাকুসুম হাউস • কলিকাতা-১২



KALPANA.J.K-84.B